জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় হায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৬ই আশ্বিন বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 3rd Oct. 1951 | ২১শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

আমাদের শারদীয় অবকাশ

—০—

আমরা শারদীয় মহাপূজায় দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম। এইজন্য আগামী ২৩শে আশ্বিন ও ৩০শে আশ্বিনের "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশিত হইবে না।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

জগদম্বার পূজা

—০—

জগদম্বা মানে বিশ্বজননী। মা-দুর্গাকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় জীবের প্রসবিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আদ্যাশক্তি ভগবতী বর্ত্তমানে কেবল-মাত্র হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আরাধিতা হইলেও তাঁহাকে হিন্দুজননী বা মানবজননী বলিয়াও সঙ্কীর্ণতাসূচক আখ্যা প্রয়োগ করা হয় নাই। বিশ্বের মানব, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির জননী বলিয়া আজও তাঁহাকে আমরা আরাধনা করিয়া থাকি।

দুর্গা শব্দের অর্থ—যাঁহার নিকটে গমন করা দুঃসাধ্য। মায়ের করুণা লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনা ও ত্যাগের প্রয়োজন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র মায়ের আরাধনার সময়ে একটী নীলপদ্মের পরিবর্ত্তে তাহার অনুকল্প স্বরূপ নিজের একটী চক্ষু উৎসর্গ করিবার জন্য ধনুকে শর সংযোগ করিবা মাত্র দেবী তাঁহার ঐকান্তিকতায় প্রসন্না হইয়া রাবণের মত শত্রু নিধনে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

আজ আমরা পূজার উপচারে যে কোনও বস্তুর অভাবে গঙ্গোদকম্ অর্থাৎ গঙ্গাজল দিয়া দায় সারিয়া থাকি। প্রার্থনা করিবার সময় ধন—পুত্র—মনোরমা ভার্য্যা এমন কি রাজ্যও কামনা করিতে পশ্চাৎপদ হই না। বৎসর বৎসর যে কামনা করি, মা-দুর্গা বোধ হয় প্রত্যেক ঈপ্সিত দ্রব্যের অনুকল্পে গঙ্গো-দকের ব্যবস্থা করিয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন।

মা-জগদম্বা জগতের মা। সন্তানের মুখের খাদ্য কাড়িয়া লইয়া যদি কোনও মাকে দেওয়া যায় মা কি সেই দ্রব্য খাইতে পারেন? খাইতে তো পারেনই না, বরং প্রাণে আঘাত পাইয়া থাকেন। জগতের মাও তাঁর কোন সন্তানকে বঞ্চনা করা দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন কি? দধি, দুগ্ধ, ঘৃত সমস্তই গো-বৎসকে বঞ্চিত করা দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন। তার মায়ের দুধ সে না খাইতে পাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া হয় তো মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখনও তার চর্ম্মের মধ্যে বিচালী পুরিয়া সন্তানের মায়ায় সন্তানহারা মাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। জগদম্বা কি এই নিষ্ঠুরতালব্ধ পঞ্চগব্যে প্রসন্না হইবেন?

মৌমাছি তার সন্তানের জন্য ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া ভগবৎ শক্তি বলে স্বরচিত মধুচক্রে গলাধঃকৃত মধু উদ্গীরণ করিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাহার সন্তানগুলিকে বঞ্চনা করিয়া চাক ভাঙিয়া লুণ্ঠন করিয়া যে মধু লাভ করে জগতের মা কি সেই মধু আস্বাদন করিয়া প্রীতি লাভ করতঃ ভক্তকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন?

উচ্ছিষ্ট (এঁটো) কোন দ্রব্য দেবতাকে দেওয়া বিধেয় নয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত তিন দ্রব্যই বাছুরের উচ্ছিষ্ট। মধু উচ্ছিষ্ট তো বটেই তাহা মৌমাছিরা উদ্গীরণ (বমন) করিয়া সঞ্চয় করে। সুতরাং যাঁহারা পবিত্রতা অপবিত্রতার প্রশ্ন লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁহাদের অপবিত্রতা ও নিষ্ঠুরতার সংমিশ্রণে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা দেবদেবীকে নিবেদন কতদূর যুক্তিসঙ্গত?

আজ দুগ্ধজাত মাখন ও মধু এদেশে দুষ্প্রাপ্য। অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাখন এবং আমেরিকা হইতে মধু আমদানী হইতেছে। গরুর দুধ তার শিঙের গুঁতো ও চাট, মৌমাছির মধু তার দংশন রূপ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আমরা সংগ্রহ করি। ইংরাজ আমল হইতে আমাদের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও সরকারের সঞ্চয় বিভাগ কর্ত্তৃক আমাদের সঞ্চিত খাদ্য শস্য নাম মাত্র মূল্যে গৃহীত হইতেছে। ইহা জগদম্বার প্রদত্ত প্রতিফল কিনা কে বলিবে? আজ খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কত অনুকল্প রূপ ভেজাল সপরিবারে উদর-সাৎ করিতেছি। পবিত্রতা অপবিত্রতার প্রশ্ন উত্থা-পন করিলে আজ কোনও দেবদেবীর অর্চ্চনার পদ্ধতি মানিয়া চলা দুষ্কর। আজ গব্য ঘৃত মিলে না। পূজাদি দেবকার্য্যে, ঔষধ প্রস্তুতাদি কার্য্যে আমরা অসহায়।

আজ পূজা কর্ম্মে ভক্ত রবিদাসের মত পদ্ধতি অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

রবিদাস বলিয়াছেন—

দুধ তো বাছুর বিঠারো,
ফুল ভ্রমর, জল মীন বিগারো।
মেঁয় তেরি পূজা কাঁহালে চড়াওঁ
আওরন ফুল অনুপান পাঁও
মলয়াগার বেড়ে ভুজঙ্গ
বৃক্ষ অমৃত বসেকা সঙ্গ
ধূপ দীপ নৈবেদ্য ক্যায়সা
ক্যায়সে পূজা করে তেরি দাসা
তন্ মন্ অল্প পূজা চড়াওঁ।
গুরুপ্রসাদ নিরঞ্জন পাওঁ।
পূজা অর্চ্চা কুছ নাহি তোরি।
কহে রবিদাস কৌন গৎ মারি॥

ভাবার্থ—রবিদাস দেখিলেন—দুগ্ধ দ্বারা ভগবানের পূজা করিতে গিয়া দেখি তাহা গোবৎস কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট। ভ্রমর ফুলের মধু খাইয়া ফুল উচ্ছিষ্ট করি-য়াছে। মৎস্যাদি জলজন্তুর দ্বারা সমস্ত জলই উচ্ছিষ্ট। চন্দনও ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক বিষাক্ত। তখন তিনি তনু ও মন দিয়া ভক্তিযোগে তাঁহার কামনা পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইলেন।

মহামায়ার পূজাতেও তনুমন উৎসর্গ ছাড়া তিনি প্রসন্না হইবেন না। যিনি শিবের ভিক্ষা করা ঘুচান নাই, গণেশের গজমুণ্ডের প্রতিকার করেন নাই, তাঁহার নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই।

শ্রীশ্রীদুর্গা বন্দনা

—০—

নমামি দুর্গে ভব দুঃখহন্ত্রি
শ্রীপাদপদ্মেষু সদৈব ভক্ত্যা।
প্রসীদ মাতো ময়ি শর্ম্মদাত্রি
দীনে শরণ্যে চরণাম্বুজে তে॥ ১

বিভর্ষি রূপং দশবাহুযুক্তং
ক্ষেমায় লোকস্য শিবানি নিত্যম্।
সতাং সুখার্থায় যদেব রূপং
তচ্চাপি নাশায় মুহুঃ খলানাম্॥ ২

ব্রহ্মেশবিষ্ণ্বাদিসুরৈঃ সুপূজ্য
মনারতং তে পদযুগ্মমম্ব।
কা তে স্তুতি দেবি ময়াপি কার্য্যা
যস্যাগুণং বক্তুমলং ন দেবাঃ॥ ৩

সত্যং শিবে ত্বং জগতাং বিধাত্রী
ব্রহ্মাদিদেবা স্তব ভিন্নরূপাঃ।
সর্গে বিধাতা চ হরোবিসর্গে
ভুবোবনে ত্বং পুনরেব বিষ্ণুঃ॥ ৪

পুরার্চ্চিতা ত্বং রঘুনন্দনেন
লঙ্কেশ্বরস্যাপি বধায় রাত্রৌ।
কংসারিকৃষ্ণস্য বিরক্ষণায়
কারামিতাহো খলু নন্দগেহাৎ॥ ৫

যুগে যুগে দেবি বিনশ্য দুষ্টান্
বিপাসি বিশ্বং বিবিধাচ্চ বিঘ্নাৎ
বন্দ্যা ত্বমেকা ভব বিশ্ব বন্দ্যে
মাম্ পাহি সদ্যো জননীহ পাপাৎ॥ ৬

গণেশলক্ষ্মী কৃত দক্ষভাগে
কুমার বাণী বৃত বাম পার্শ্বে।
সিংহাসুরা সেবিত পাদ পদ্মে
দিগ্বাহুমূর্ত্তে সততং ভজে ত্বাম্॥ ৭

গৃহান ভক্ত্যার্পিত চিত্তপুষ্পং
মনোময়ার্ঘ্যং শিবগেহবাসে।
নিহত্য শত্রূন্ সমরে প্রমত্তান্
বিধেহি শীঘ্রং বিজয়ং নৃপায়॥ ৮

বেলুন নিবাসী শ্রীত্র্যম্বকপদ কাব্য-স্মৃতিতীর্থঃ।

রেশনের চিনি

দুর্গাপূজা ও মহরম উপলক্ষে রেশনের চিনি এক সপ্তাহ অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শিক্ষাভিমানীর ভিক্ষা

ছুটবে সব ভোটের তরে
ভোট ভিখারীর দল—
হাটে মাঠে পথে ঘাটে
ভোটের কোলাহল।
ভোট দাতা আর ভোট গ্রহীতা
জানা শোনা নাই।
ভোট দিবে সব মার্কা দেখে
বলিহারী যাই।
জোড়া বলদ টানছে লাঙ্গল
ভোট দিও ভাই তাতে
থাকবে এমনি পরম সুখে
কাপড়ে আর ভাতে!
কেউ বল্‌বে ভোট দিও ভাই
নিবিড় বড় গাছে,
ডালে ডালে দেখবে সেটার
শিকড় ঝুলে আছে।
কেউ বল্‌বে হাত পেতেছি
দেখো দয়া করে,
আর এক দলে বল্‌বে ভোট
দিও কুঁড়ে ঘরে।
শস্যের শিষের সাথে
কাস্তে দেওয়া আছে,
তারই মধ্যে ভোটটি দিও
জানাই তোমার কাছে।
কয়লা দেওয়া লোহার চামচ
তার সাথে কোদালি
তারই মধ্যে দয়া ক'রে
ভোটটি দিও ঢালি।
চাষা ভায়া ঝাড়ছে ফসল
ভোট দিও তাই দেখে,
জ্বলন্ত পিদিমে দিলে
লক্ষ্মী আনবে ডেকে।

ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে দেওয়ানী আদালতের আইনজীবী ও কর্ম্মচারীদের সহিত ফৌজদারী আদালতের আইনজীবী ও কর্ম্মচারীদলের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফৌজদারী আদালত দল ২—১ গোলে দেওয়ানী আদালত দলকে পরাজিত করে। উভয় দলের মধ্যেই অনেক সর্ব্বপরিচিত বয়স্ক ও অনভ্যস্ত ব্যক্তি খেলোয়াড় শ্রেণীতে থাকায় এই খেলায় আমোদ ও কৌতুকের সৃষ্টি করে। বেশ দর্শক সমাগম হয়। খেলার পর খেলোয়াড় ও তদীয় পৃষ্ঠপোষকগণকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

শোক সংবাদ

জঙ্গিপুরের খ্যাতনামা মোক্তার ৺বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ ঘোষের কর্ম্মস্থল আসানসোলের নিকটস্থ কোলিয়ারীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। এতকাল গঙ্গাতীরে বসবাস করিয়া গঙ্গাহীন দেশে দেহত্যাগ তাঁহার চিন্তার কারণ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণ মুক্তবেণীর পুণ্যক্ষেত্র ত্রিবেণীতে মোটরযোগে তাঁহার শব সৎকার করিয়া মাতার শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার মত আদর্শ গৃহিণী আজকাল দেখা যায় না। তিনি ৪ পুত্র ও এক কন্যা, পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি।

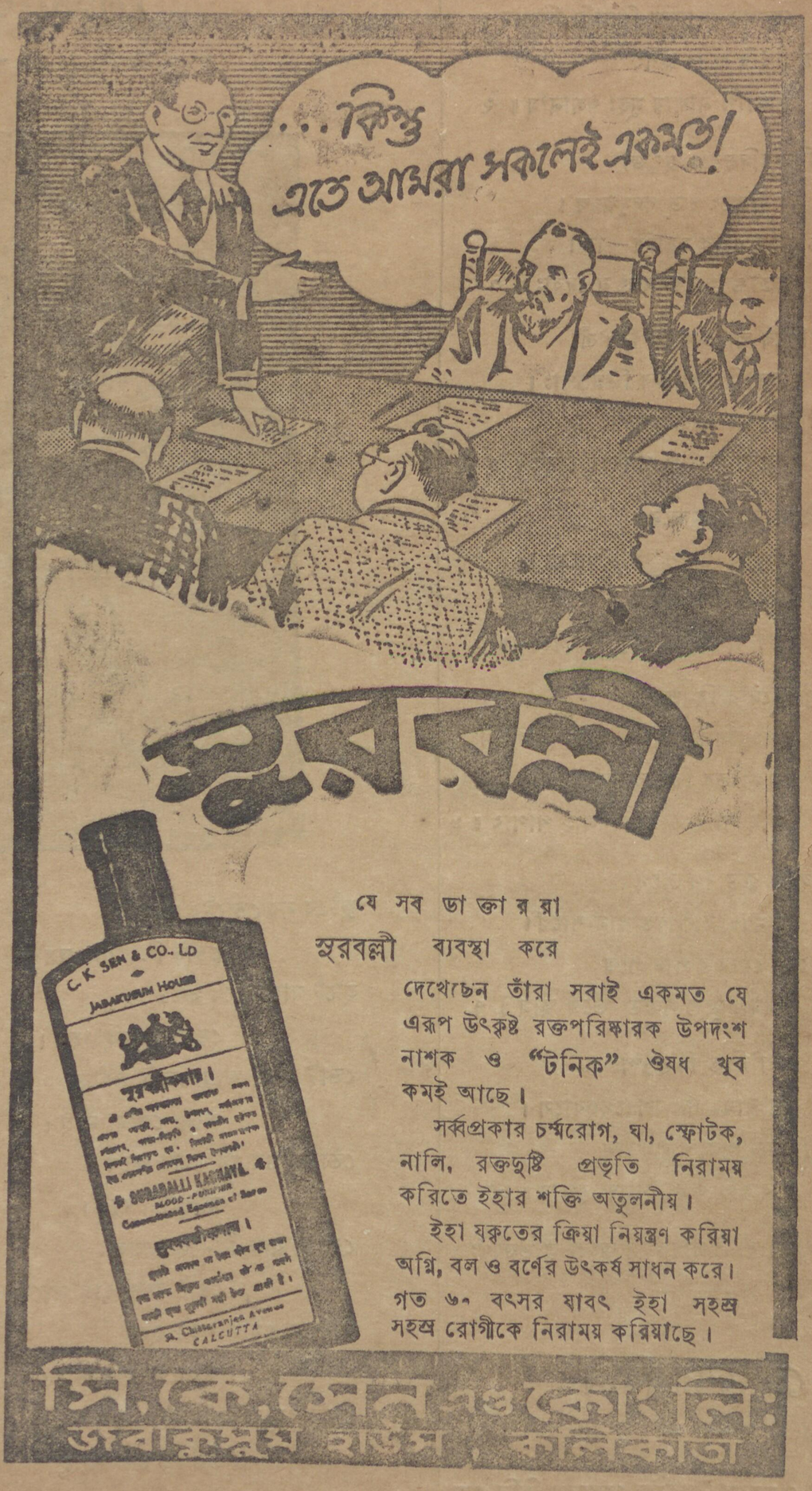

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত